



## 113996 - নারীদের সাথে কথা বলার শিষ্টিচার

### প্রশ্ন

সাধারণভাবে ও নমিনোক্ত অবস্থাগুলোতে নারীদের সাথে কথা বলার শিষ্টিচার কমন হব: করয়-বকিরয়, পড়া ও পড়ানো, কাজরে প্রয়োজনবে ব্যক্তগিত সাক্ষাৎগুলো; যমেন নারীকে নরিদষ্টি কছি বুঝিয়ে দেওয়া? এই অবস্থাগুলোতে চোখ অবনত রাখার হুকুম কী? সাধারণভাবে কখন নারীদের দকি নজর দেওয়া জায়বে হব? যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ববিরণ আশা করছি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

প্রয়োজনে কথিা অপ্রয়োজনে বগোনা (গায়রে-মাহরাম) নারীর সাথে কথা বলা:

যদি অপ্রয়োজনে হয় এবং নারীর কণ্ঠস্বর শুনবে স্বাদ অনুভব হয় কথিা নারী কমেল কণ্ঠে কথা বলে— তাহলে সেটো হারাম। এটি জিহ্বা ও কানরে ব্যভচাররে অন্তর্ভুক্ত। যটোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আদম সন্তানরে উপর ব্যভচাররে যতটুকু অংশ লপিবিদ্ধ করা রয়েছে ততটুকু সে অবশ্যই পাবে; এর থেকে নসিতার নহে। নসিন্দহে দুই চোখরে ব্যভচার হল তাকানো, দুই কানরে ব্যভচার হল শনো, জিহ্বার ব্যভচার হল কথোপকথন, হাতরে ব্যভচার হল ধরা, পায়রে ব্যভচার হল হট্টে যাওয়া, হৃদয়রে ব্যভচার হল কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়তি করে বা মথিা সাব্যস্ত করে।”[মুসলমি হাদীসটকি উক্ত শব্দবে বর্ণনা করছেন: ২৬৫৭]

অন্যদকি যদি নারীর সাথে কথা বলার প্রয়োজন থাকে তাহলে মৌলিকভাবে সেটো বধে। কনিতু নমিনোক্ত শিষ্টিচারগুলো রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়:

১- প্রয়োজনীয় কথার মধ্যবে সীমাবদ্ধ থাকা; যবে কথা উদ্দষ্টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রে সাথে সংশ্লষ্টি। বিষয়গুলোর শাখা-প্রশাখায় লম্বা আলাপ জুড়ে দেওয়া যাবে না। সম্মানতি ভাই, এক্ষত্রে আপনি সাহাবীদের শিষ্টিচার ভবে দেখুন। যাতবে করে আমাদরে বর্তমান অবস্থাগুলোর সাথে সেটোকে তুলনা করতবে পারনে। উম্মুল মুমিনীন আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মুনাফকিরা যবে মথিা অপবাদ দয়িছেলি তিনিহি সেই ঘটনা বর্ণনা করছেন। সে ঘটনার মধ্যবে তিনি বলছেন:

“সাকফওয়ান ইবনুল মুয়াত্তাল, যনি প্রথমবে আস-সুলামী এবং পরবে আয-যাকওয়ানী (গোত্রীয় উপনাম) সনৈয বাহিনীর পছেনবে ছিলনে। তিনি সকালরে দকি আমার অবস্থান স্থলরে কাছাকাছি এসবে পৌঁছলনে এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে আবছা দেখতবে



পয়ে আমার দকি এগিয়ে এলনে। দখেই আমাকে চনিত পোরলনে। কারণ পর্দার বধিন নাযলিরে আগই তিনি আমাকে দখেছিলনে। তার 'ইন্না ললিলাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজউন' পড়ার শব্দে আমি জিগে উঠলাম এবং আমি আমার জলিবাব দিয়ে মুখ ঢেকে ফলেলাম। আল্লাহর কসম! আমরা কোনেও কথা বলনি এবং তার মুখ থেকে 'ইন্না ললিলাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজউন' ছাড়া তার কাছ থেকে কোনেও শব্দ শুননি। তিনি নিমে উটটকি হাঁটু গড়ে বসালনে এবং উটরে সামনরে পা চেপে ধরলনে। তখন আমি উটরে কাছ গিয়ে উটরে পঠি আরোহন করলাম। তিনি আমাকসেহ সওয়ারীটি সামনে থেকে টেনে নিয়ে চললনে। অবশেষে আমরা সনোদলরে কাছ পেঁছলাম।”[বুখারী (৪১৪১) ও মুসলমি (২৭৭০)]

ইরাকী (রহঃ) বলনে:

“তার কাছ থেকে কোনেও শব্দ শুননি” এই কথা পুনরাবৃত্তনয় (তথা পূর্বরে কথা: ‘আল্লাহর কসম! আমরা কোনেও কথা বলনি’ এর পুনরাবৃত্তনয়)। হতে পারত তিনি (সাফওয়ান) তার সাথে কথা বলনে না; কিন্তু নিজরে সাথে কথা বলনে। কথিবা কুরআন তলোওয়াত বা যকিরি তিনি (আয়শো) শূনার মত উচ্চস্বররে পড়তে পারতনে। কিন্তু তিনি (সাফওয়ান) সটোও করনেনি। বরং শষ্টিচার ও মর্যাদা রক্ষা এবং পরস্থিতির ভয়াবহতায় তিনি নীরবতা বজায় রাখনে।

এই হাদীস থেকে প্রাপ্ত অন্যতম শিক্ষা হলো: বগোনা নারীর সাথে উত্তম শষ্টিচার বজায় রাখা। বিশেষতঃ জরুরী পরস্থিতিতে মরুভূমিতে কথিবা অন্য কথোও তাদের সাথে নরিজন বাস ঘটলে। যমেনটি সাফওয়ান (রাঃ) করছিলনে। তিনি কোনেও কথা না বলে বা প্রশ্ন না করে উটকে হাঁটু গড়ে বসিয়ে দিয়েছিলনে।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত][ভবারহুত তাসরীব (৮/৫৩)]

২- হাসি-ঠাট্টা এড়িয়ে চলা। কোনেও এটা শষ্টিচার বা ব্যক্তিবরে মধ্য পড়ে না।

৩- স্থির নজরে দেখে থেকে বরিত থাকা। সাধ্যমত দৃষ্টি নীচু রাখতে সচেষ্ট থাকা। তবে কথা বলতে গিয়ে যদি অল্প নজর পড়ে যায় তাহলে গুনাহ হবে না; ইনশা আল্লাহ।

৪- উভয়পক্ষ থেকে কামল স্বরে কথাবার্তা না হওয়া। যমেন: কৃত্রিমভাবে স্বরকে নরম করা, কথাকে কামল করা।

উভয়পক্ষ স্বাভাবিকি কণ্ঠস্বররে কথা বলা। আল্লাহ তায়ালা উম্মাহাতুল মুমিনীনকে বলনে, “তোমরা পর-পুরুষরে সাথে কামল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতনে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় / তোমরা সঙ্গত কথা বলবে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২]

৫- প্রমে-ভালোবাসার ক্রিষ্টি ভাব বা ইঙ্গিতবহ শব্দগুলো এড়িয়ে চলবে। অথবা এমন সব শব্দ পরহির করবে যগুলো নারী বা পুরুষরে লঙ্ঘিরে সাথে বিশষ্টি।

৬- শ্রোতার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার শলীগুলোতে বাড়াবাড়ি ত্যাগ করা। কিছু মানুষ অন্যদের সাথে কথার সময় তার সর্বোচ্চ যোগ্যতা প্রয়োগ করে; সটে কথা বলতে গিয়ে হাত-মুখ নাড়ানো কথিবা কবিতা, প্রবাদ-বাক্য বা আবগৌ বাক্য



ব্যবহার করার মাধ্যমে। যহেতে এটি দুই লঙ্গরে মাঝে হারাম সম্পর্ক তরৈতি শয়তানরে দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

ইবনুল কাইয়মি রাহমাহুল্লাহ বলনে:

“কবগিণ বগোনা নারীর সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাদের দকি তাকানকোকে কোনো সমস্যা মনে করে না। অথচ এটা শরীয়ত এবং আকলরে বরখলোফ। এতে করে প্রত্যেকে স্বভাবে বপিরীত লঙ্গরে প্রতযি আকর্ষণ আছে সটোকো জাগ্রত করে তোলা হয়। এর কারণে কত মানুষ যো দ্বীনীও দুনিয়াবী ফতিনায় পড়ছে!”[রাওদাতুল মুহিব্বীন (পৃ-৮৮)]

ইতপূর্ববে উল্লেখিত বিষয়ে 1497 নং, 59873 নং এবং 102930 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের সাথে কথাবার্তার শষ্টিচার সম্পর্কে আমাদের ওয়েবসাইটে আলাদা একটা ক্যাটাগরি আছে ভিজিট করতে পারনে।

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।